ট্রন-ইভ্যালুশন

ট্রন-ইভ্যালুশন নামের গেমটি বেশ আলোচিত কাহিনীর একটি সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেম। ট্রনের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৮২ সালে ট্রন নামের মুভি দিয়ে। প্রথম মুভি বের হবার পর প্রায় ১৮ বছর পর বের হয় এ সিরিজের দ্বিতীয় মুভি ট্রন-লিজেসি। নতুন এ গেমটি বানানো হয়েছে দ্বিতীয় মুভির কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে। গেমটি ডেভেলপ করেছে প্রোপাগান্ডা গেমস (কনসোলের জন্য) ও বেনক্টার (পিসির জন্য) এবং পাবলিশ করেছে ডিজনি ইন্টার-অ্যাকটিভ স্টুডিও। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে আনরিয়েল ইঞ্জিন ৩, যার ফলে গেমের কারুকাজ বেশ ফুটে উঠেছে। এ সিরিজের আগের গেমগুলো হচ্ছে- ট্রন (আর্কেড গেম), ডেডলি ডিস্ক, সোলার সেইলর, অ্যাডভেঞ্চারস অব ট্রন, ডিস্কস অব ট্রন, ট্রন ২.০, স্পেস প্যারানয়েড ও ব্যাটল গ্রিডস (নিনটেন্ডো ডিএস) ইত্যাদি। অফিসিয়াল গেমগুলোর বাইরে আরো কিছু গেম বের হয়েছিল, সেগুলো হচ্ছে আরমাগেট্রন অ্যাডভান্সড, বিমওয়ারস, জিএলট্রন ও রিকোচেট। শুধু মুভি আর গেমই নয়, ট্রনের অ্যানিমেটেড সিরিজও রয়েছে, যার নাম ট্রন আপরাইজিং এবং সেই সাথে আরও রয়েছে দুটি কমিকস- দ্য ঘোস্ট ইন দ্য মেশিন ও বিট্রেয়াল। আগের ট্রন সিরিজটির জনপ্রিয়তা বেশ, কারণ এর উদ্ভাবনী কাহিনী ও গেমপ্লে। গেম সিরিজটির কথা অনেকেই ভুলে গেছেন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যা ট্রন-লিজেসি নামের মুভির মাধ্যমে আবার আত্মপ্রকাশ করলো। ট্রন হচ্ছে একটি কমপিউটার গেম, যেখানে গেমের ডিজিটাল ক্যারেক্টারগুলো একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে, যুদ্ধে ব্যবহৃত ডিস্ক ট্যাঙ্ক, লাইট সাইকেল ও লাইট রানারের সাহায্যে। সেই গেমটির মধ্যে কিছু করাপ্টেড প্রোগ্রাম বা ভাইরাসের আগমন ঘটবে। গেমারকে নিজের বানানো প্রোগ্রাম নিয়ে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই

করতে হবে এবং গেমের অন্যান্য মিশন শেষ করতে হবে এবং পরিশেষে আইএসও চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে তার ট্রফি অর্জন করতে হবে। সহজ কথায় বলতে- গেমে ট্রন হচ্ছে গেমের ভেতরের গেম। গেমটির সাথে তুলনা করা যেতে পারে প্রিন্স অব পারসিয়ার। গেমারের প্রোগ্রাম দেখতে খেলার ও নিয়নের সংমিশ্রণে বানানো এক মানুষের মতো। ডিজিটাল এ দেহ-যার ভিতের মতো দুর্দান্ত অ্যাক্রোবেটিকস ও ফাইটিং স্টাইলে দক্ষ। তাই গেমটি খেলার সময় মনে হবে প্রিন্স অব পারসিয়ার সায়েন্স ফিকশন বা ডিজিটাল ভার্সন খেলছেন। গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেম অবাক করার মতো। গেমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নতুন এক ডিজিটাল জগৎ, যা সবার নজর কাড়বে। লাইট সাইকেল (বাইক) নিয়ে গ্রিড ট্র্যাক ব্যাটল, রেস, ধাওয়া করা এবং পালিয়ে বাঁচার ব্যাপারগুলো বেশ রোমাঞ্চকর। শুধু লাইট সাইকেলই নয়, প্রোগ্রাম আরও চালাতে পারবেন গ্রিড ট্যাঙ্ক (ব্যাটল ট্যাঙ্ক) এবং লাইট রানার (চার চাকার গাড়ি)। প্রোগ্রামের হাতিয়ার হচ্ছে একটি লাইট ডিস্ক, যার ক্ষমতা অপরিসীম। ধীরে ধীরে যানবাহনগুলোর ক্ষমতা ও ডিস্কের ক্ষমতা আপগ্রেড করা যাবে। গেমারের প্রোগ্রাম ছাড়া গেমের অন্যান্য মূল চরিত্রের মধ্যে রয়েছে- কুওরা, ট্রন ও কেভিন ফ্লিন। গেমটির গ্রাফিক্স কোয়ালিটির সাথে তুলনা করলে গেমটি খেলার জন্য সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট চাওয়া হয়েছে যথাযথভাবেই। গেমটি চালাতে লাগবে ২ গিগাহার্টজের ইন্টেল কোর টু ডুয়ো প্রসেসর বা এএমডি অ্যাথলন ৬৪ এক্সটু ৩৮০০+ প্রসেসর, উইন্ডোজ এক্সপির জন্য ১ গিগাবাইট র‌্যাম বা ভিসতা/সেভেনের জন্য ১.৫ গিগাবাইট র‌্যাম, ন্যাভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০ জিটি বা এটিআই র‌্যাডেওন এইচডি ৩৮৭০ গ্রাফিক্স কার্ড (২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত) এবং ১০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

ডার্কসাইডারস

ডার্কসাইডারস গেমটির সাবটাইটেল হচ্ছে রেথ অব ওয়ার। এটি একটি দুর্ধর্ষ অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেম। গেমটি ডেভেলপ করেছে ভিজিল গেমস এবং পাবলিশ করেছে টিএইচকিউ। অ্যাঞ্জেল ও ডিমনদের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এক পৌরাণিক কাহিনীর আধারে

গেমের পটভূমি সাজানো হয়েছে। যারা গড অব ওয়ার গেমটি খেলেছেন তারা আবার প্রস্তুত হয়ে নিন আরেকটি অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চারের জন্য। যাদের গেমিং কনসোল নেই এবং গড অব ওয়ারের মতো অসাধারণ অ্যাকশন গেম খেলা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের আশা মেটানোর জন্য এ গেমটি শতভাগ কাজ করবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। খ্রিস্টিয়ান বাইবেলের বুক অব রেভেলেশনে বর্ণিত স্বর্গ ও নরকের কাহিনীর মধ্যে ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কাহিনী নিয়ে বানানো হয়েছে গেমের কাহিনী। গেমটিতে গেমারকে খেলতে হবে ওয়ার নামের এক গার্ডিয়ানের চরিত্রে, যে কিনা ফোর হর্সম্যান অব দ্য অ্যাপোক্যালিপসের এক ঘোড়সওয়ার। বাইবেলের শেষ বই নিউ টেস্টামেন্ট বা বুক অব রেভেলেশনে সেইন্ট জনের বর্ণনায় রয়েছে- জেসাস ক্রাইস্ট সাতটি সিল দিয়ে বন্ধ করা একটি গোপন স্ক্রোলের চারটি সিল খুলে ফেলায় সেখান থেকে চারটি ঘোড়া বের হয়ে আসে যাদের রঙ যথাক্রমে সাদা, লাল, কালো ও মলিন হলুদ এবং তাদের পিঠে সওয়ার হয়ে আসে কনকোয়েস্ট, ওয়ার, ফেমিন ও ডেথ। সাতটি সিল ভেঙে গেলে শুরু হবে স্বর্গের দেবদূত ও নরকের দানবদের ভয়াবহ যুদ্ধ। তখন তাদের যুদ্ধ থামাতে আবির্ভূত হবে এ চার ঘোড়সওয়ার।

গেমের শুরুতে দেখা যাবে দেবতা ও দানবদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে এবং সেখানে আবির্ভূত হবে ওয়ার। কিন্তু সে একাই থাকবে, তার সাথে অন্য তিন ঘোড়সওয়ার আসবে না। তখনই সে বুঝতে পারবে সাতটি সিল ভেঙে যায়নি, কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে তাকে পৃথিবীতে আনা হয়েছে। সে তখন খুঁজে বেড়াবে ষড়যন্ত্রকারীকে। পিশাচ সামায়েল ও স্বর্গের বাহিনীর সেনাপতি ইউরিয়েলের সহায়তায় সে জানতে পারবে অ্যাবাডন নামের এক দেবদূত সব চক্রান্তের মূলে। পরে অ্যাঞ্জেল অব ডেথ আজরাইলকে সে মুক্ত করবে জাদুর কয়েদ থেকে এবং তার সহায়তায় লাভ করবে এক অ্যাবাডনকে মারার তলোয়ার। অ্যাবাডনের প্রহরী স্ট্রাইগাকে শেষ করার পর সেই বিশেষ তলোয়ার দিয়ে ওয়ার নাশ করবে অ্যাবাডনকে, যে কিনা নরকের সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছিল।

ওয়ারকে নিয়ে দেবতা ও দানব দুই পক্ষের সাথেই ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হবে। গেমে কিছু স্থানে সে তার ভৌতিক আগুনে লাল ঘোড়া রুইনকে লড়াইয়ের কাজে ব্যবহার করতে পারবে। থার্ড পারসন ভিত্তিক এ গেমের ফাইটিং স্টাইল, ওয়েপন পাওয়ার, মুভমেন্ট, কম্বো স্ট্রাইক, ক্যারেক্টার ভয়েস, সাউন্ড ইফেক্ট অন্যান্য গেমের চেয়ে অনেক আলাদা এবং বেশ অভিনব। গেমটির গ্রাফিক্স বেশ প্রাণবন্ত ও নজরকাড়া। গেমটির কাহিনী একটু জটিল হলেও গেমটি খেলতে বেশ মজা লাগবে। কারণ এ রকম অ্যাকশন ধাঁচের গেম খুব কমই আছে বাজারে। গেমটি গেমার মহলে বেশ সাড়া ফেলেছে এবং গেমিং ওয়েবসাইটগুলোতে গেমটির রেটিংও বেশ উঁচু। গেমটির আরেকটি সিক্যুয়াল বের হবে ২০১৩ সালে। গেমটি খেলার জন্য লাগবে ৩ গিগাহার্টজের পেন্টিয়াম ৪ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‌্যাম, ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০ বা জিফোর্স জিটিএস২৫০/ এটিআই র‌্যাডেওন এক্স ১৯০০ এবং ১২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

গ্রে ম্যাটার

গ্রে ম্যাটার গেমটি একটি পয়েন্ট অ্যান্ড ক্লিক ধাঁচের পাজল অ্যাডভেঞ্চার গেম। গেমটি ডেভেলপ করেছে উইজারবক্স ও বাম্বা গেমস এবং ডিস্ট্রিবিউট করেছে এন্টারটেইনমেন্ট ও ডিটিপি এন্টারটেইনমেন্ট। গেমের ডিজাইনার হচ্ছেন জেন জেনসেন ও কম্পোজার হচ্ছেন রবার্ট হোমস। গেমটি ফেব্রুয়ারি ২০১১ বের হবার কথা ছিল, কিন্তু তা ডিসেম্বর ২০১০-এ বের হয়ে গেছে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ও এক্সবক্স ৩৬০ কনসোলের জন্য।

গেমের পটভূমি হচ্ছে লন্ডনের অক্সফোর্ড নামের স্থান। গেমের মূল চরিত্র দুটি হচ্ছে স্ট্রিট পারফরমার ও ম্যাজিশিয়ান সামান্থা ইভেরেট (স্যাম) এবং বিখ্যাত ও রহস্যময় নিউরোসায়েন্টিস্ট প্রফেসর ডেভিড স্টাইলস। গেমের প্রথমেই দেখা যাবে কম্বল হাতে স্যাম তার বাইকে করে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করছে। পথিমধ্যে বাইক নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে ডেভিডের প্রাসাদের কাছে এসে পৌঁছে। সেখানে সে দেখে ডেভিডের রিসার্চের জন্য অক্সফোর্ডের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার এবং সে অ্যাসিস্ট্যান্টের ছদ্মবেশে প্রাসাদে আশ্রয় নেয়। তার প্রথম কাজ হয় সাইকোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের জন্য কয়েকজন ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা। কেউই রহস্যময় প্রফেসরের ডাকে সাড়া দিতে রাজি হয় না যারা তাকে চেনে। তাই স্যাম বেছে নেয় এক বিদ্যালয়ের নতুন আসা ছাত্রছাত্রীর দলকে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দেয়ার লোভ দেখিয়ে। কয়েকজনকে সে পটিয়ে তার ম্যাজিকের সাহায্যে কাজে লাগিয়ে দিয়ে। এভাবে সে চারজন জোগাড় করার পর ডেভিড তাকে ফোন করে বলে তাকে ল্যাবে ফিরে আসতে, কারণ তার কাছে আরেকজন ভলান্টিয়ার রয়েছে। স্যামকেসহ

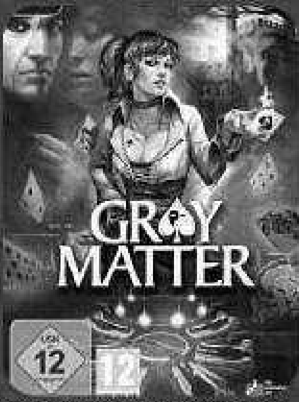

ছয়জন মিলিয়ে ডেভিড তার এক্সপেরিমেন্ট শুরু করে। ধীরে ধীরে গেমের কাহিনী এগিয়ে যাবে এবং স্যামের কাছে খোলাসা হতে থাকবে প্রফেসরের রহস্যময় অতীতের কাহিনী। সে আরো জানতে পারবে প্রফেসরের প্যারানরমাল রিসার্চ, ডিডালুস ম্যাজিক ক্লাব ও অক্সফোর্ড ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া কিছু অদ্ভুত ঘটনার ব্যাপারে। তারপর রহস্যের জট খুলতে শুরু করবে, যখন সে সব ঘটনার মধ্যে মিল খুঁজে পেতে শুরু করবে। গেমটির মূল মজা হচ্ছে, কঠিন কিছু ধাঁধার সমাধানের পাশাপাশি দেখাতে হবে কিছু ম্যাজিক ট্রিকস। এসব ট্রিকস শেখার জন্য একটি বই রয়েছে। সেই বই দেখে গেমাররাও রপ্ত করে নিতে পারবেন কিছু ম্যাজিকের কৌশল। সাধারণ রহস্যের সাথে আরো যোগ করা হয়েছে কিছু জাদুকরী মায়াজাল। গেমে প্রতিটি কথোপকথন বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ওপরে ভিত্তি করে গেমের পরের কি ধাপ হবে তার সূত্র পাওয়া যাবে। তাই প্রতিটি কথা বেশ মনোযোগের সাথে শুনতে হবে। পাজল গেমগুলোতে যেমন এনিমেশন কম থাকে এবং এনভায়রনমেন্ট গ্রাফিক্স বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থির থাকে, শুধু ক্যারেক্টারের মুভমেন্ট ও কিছু অবজেক্টের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি ঘটে। তাই গেমের গ্রাফিক্স তেমন একটা হাই কোয়ালিটির এবং প্রশংসনীয় হয় না, কিন্তু গেমের পরিবেশ বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। তাই বোঝা যাচ্ছে গেমটি খেলার জন্য তেমন বেশি সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট চাওয়া হবে না। গেমটি চালাতে লাগবে ১.৫ গিগাহার্টজের পেন্টিয়াম ৪ মানের প্রসেসর বা এএমডি অ্যাথলন এক্সপি ১৫০০+ মানের প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‌্যাম, ১২৮ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৮০০ বা এটিআই রাডেওন এক্স১৩০০) এবং ৭ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

ডগ ফাইটার

ডগ ফাইটার গেমটি একটি অ্যাকশন অ্যারিয়াল কমব্যাট গেম যা শুধু উইন্ডোজের জন্য বানানো হয়েছে। গেমটি ডেভেলপ ও পাবলিশ করেছে যুক্ত গেম ডেভেলপার কোম্পানি ডার্ক ওয়াটার স্টুডিও। উত্তর আয়ারল্যান্ডের এ গেম ডেভেলপার কোম্পানির গেমটি ডিস্ট্রিবিউট করছে ভালভ কোম্পানির স্টিম নামের উইন্ডোজ গেম ক্লায়েন্ট। ডগ ফাইটার প্রথম কমার্শিয়াল গেম, যা ইপসিলন নামের গেম ইঞ্জিন ব্যবহার করে বানানো হয়েছে। প্রায় ২০০ ডেডিকেটেড সার্ভার ও ২০ ডেডিকেটেড ডেমো সার্ভার গেমটি অনলাইনে চালু রেখেছে এবং গেমটি হোস্ট করছে মাল্টিপ্লে. নামের প্রতিষ্ঠান। ডগ ফাইটার আর্কেড অ্যারিয়াল কমব্যাট অ্যারিনা স্টাইল গেম। যাতে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে লড়াই করতে হবে ঠিক যেমনটা রোমের কলোসিয়ামের মধ্যে গ্ল্যাডিয়েটররা করতো। গেমে বেশ কয়েক ধরনের প্লেন রয়েছে যেগুলোর আলাদা আলাদা ক্ষমতা, শক্তি ও ডিফেন্স দক্ষতা রয়েছে। সর্বোচ্চ ১৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে বেশ কিছু গেম মোডে গেমটি খেলা যাবে। মোডগুলো হচ্ছে- ডেথম্যাচ, টিম ডেথম্যাচ, ক্যাপচার দ্য ফ্ল্যাগ, লোন উলফ ইত্যাদি। গেমটি শুধু লোকাল মাল্টিপ্লেয়ার বা ল্যান কানেকশনে খেলা যাবে। এতে অনলাইন মাল্টিপ্লেয়ার মোড নেই। সিঙ্গেল প্লেয়ার মোডে টুর্নামেন্ট হিসেবে ৭টি আলাদা র‌্যাঙ্ক বা ডিফিকাল্টিতে গেমটি খেলা যাবে। নির্দিষ্টসংখ্যক পয়েন্ট অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্রোঞ্জ, সিলভার ও গোল্ড মেডেল পাওয়া যাবে। ৬টি আলাদা ফাইটার প্লেন এবং ২০টি ভিন্নধর্মী অফেন্সিভ ও ডিফেন্সিভ ওয়েপনের সাহায্যে বিভিন্ন লোকেশনে গেমটি খেলার মজাই আলাদা। প্লেনের সাহায্যে খুব সহজেই ব্যারেল রোল ও ইমেলম্যান টার্ন দেয়ার বিষয়টি অসাধারণ।

গেমে ফাইটার প্লেনগুলোর তালিকায় রয়েছে- ক্রটফাইটার, বকওয়েল, স্যামনাইট, মুইফলাই, ফ্লিপিন্ট, উইং বে-৬, দ্য ব-নাক প্রেস ও ম্যাজাল। অফেন্সিভ ওয়েপনের মধ্যে রয়েছে- মেশিনগান, ডাবল মেশিনগান, ভাইপার রেলগান, রকেট পড, শটগান, হেলফায়ার রকেট, বিকার হোমিং মিসাইল, এনহিলেশন ক্লাস্টার রকেট ইত্যাদি। ডিফেন্সিভ ওয়েপনের তালিকায় রয়েছে- এয়ার মাইন, ব্যাকফায়ার হোমিং মিসাইল, শিল্ড, ইনভিজিবিলিটি, রেয়ার ফেসিং রকেট, ইঞ্জিন ডিফ্লেক্টর। এছাড়াও আরো কিছু পিকআপ বা ইনস্ট্রাকশন রয়েছে যা কিছু বিশেষ সুবিধা দেবে, এগুলো হচ্ছে- ম্যাক্স শিল্ড ইনস্ট্যান্ট, আনলিমিটেড বুস্ট, ডিসগাইস, র‌্যাডার জ্যামার, রিভার্স কন্ট্রোলস, স্লো মোশন, মিডিয়াম হেলথ ইত্যাদি। গেমটির অ্যারিনা বা ম্যাপগুলোর মধ্যে রয়েছে- ডার্কসিটি, ক্যানিয়ন, দ্য রেলরোড, শাংলা ও জলপ্রপাত। গেমটির আপডেট প্যাকে আরো নতুন কিছু ফাইটার প্লেন, ম্যাপ ও গেম মোড পাওয়া যাবে। ফাইটার প্লেন নিয়ে আগ্নেয়গিরির ওপর দিয়ে, পাহাড়ের ফাঁকে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে, পিরামিডের দেশে যুদ্ধ করার মজা উপভোগ করার জন্য গেমটি একবার খেলে দেখতে ভুলবেন না। গেমটিতে ইপসিলন টেকনোলজির বানানো ক্রস প্ল্যাটফর্ম মিডলওয়্যার সলিউশন টেকনোলজি ব্যবহার করার পাশাপাশি এনভিডিয়ার ফিজিক্স, স্কেলফর্ম ও এফমোড ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আরো রয়েছে ডিফার্ড রেন্ডারিং এবং ল্যান্ডস্কেপ/অডিটরিয়াল এনভায়রনমেন্ট টেকনোলজি, যা গেমটির গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেম আরো বাস্তবসম্মত করে তুলতে সাহায্য করেছে। গেমটি চালাতে তেমন একটা হাই কনফিগারেশনের পিসি লাগবে না। গেমটি চালাতে ২ গিগাহার্টজের ডুয়াল কোর প্রসেসর, ১ গিগাবাইট মেমরি, ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড ও ৬০০ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। যারা হাই সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট চাওয়া গেমগুলোর প্রতি বিরক্ত এ গেমটি তাদের জন্য আদর্শ।

জোয়ান অব আর্ক

গেমটি একটি থার্ড পারসন রোল প্লে-য়িং ধাঁচের গেম। গেমের মূল চরিত্র হচ্ছে জোয়ান অব আর্ক নামের সাহসী এক মেয়ে। এই ঐতিহাসিক মেয়ে চরিত্রটিকে নিয়ে বানানো হয়েছে লক্ষ নাটক, উপন্যাস, মুভি, কার্টুন এবং গেমস। জোয়ানের জন্ম হয়েছিল ১৪১২ সালে পূর্ব ফ্রান্সে এবং সে ছিল একজন ক্যাথলিক ধর্মপ্রাণ মেয়ে। কিন্তু ইংলিশ যোদ্ধাদের সাথে তখন ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছিল। জোয়ান মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য তলোয়ার হাতে তুলে নেয় এবং সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করে। তবে পরবর্তীতে জোয়ান ইংলিশদের হাতে ধরা পড়ে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। একজন মেয়ে হয়েও এমন সাহসিক কার্যকলাপ, নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ও যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করায় আজও ইউরোপের লোকজন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকে এবং তাকে জাতীয় বীরাঙ্গনা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। গেমের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এর থার্ড পারসন ভিউতে খেলার সুবিধা। কারণ, এই ধরনের বেশিরভাগ গেম স্ট্র্যাটেজি টাইপের বা রোল প্লে-য়িং ধাঁচের হয়ে থাকে, কিন্তু এই গেমে জোয়ানকে নিয়ে থার্ড পারসন ভিউতে খেলা যাবে, তলোয়ার যুদ্ধ করা যাবে। এ ছাড়া বিভিন্ন কম্বো প্রয়োগ করে নানারকম ভঙ্গিতে ও নানাদিকে একসাথে আক্রমণ করা যাবে, সেই সাথে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে। গেমের শুরুতে শুধু জোয়ানকে নিয়েই খেলা যাবে, কিন্তু পরবর্তিতে আস্তে আস্তে অন্যান্য গোত্রের লোকজন ও সর্দাররা তার সাথে যোগ দেবে এবং জোয়ানের মিশন সফল করার জন্য একসাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।

গেমে মধ্যযুগের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৮টি

বিশাল আকারের ম্যাপ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ম্যাপই খুব সুন্দর করে বন, পাহাড়, ঝর্ণা, নদ-নদী দিয়ে সাজানো হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে অসাধারণ ও চোখ ধাঁধানো সব মধ্যযুগের বিভিন্ন দুর্গ, যেসব দুর্গ জোয়ান ও তার বাহিনী নিয়ে দখল করতে হবে। প্রথমে জোয়ান তেমন ভালো যুদ্ধ করতে পারবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রতি স্টেজের শেষে বিভিন্ন কম্বো শিখে এবং বার বার সেই কম্বোগুলো প্র্যাকটিস করে কম্বোগুলোতে পারদর্শী হয়ে যাবে। গেমের শেষে জোয়ান পুরোমাত্রায় একজন আদর্শ যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠবে। এ ছাড়া জোয়ান তলোয়ারের পাশাপাশি আরও অনেক ধরনের অস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করবে। তবে এ জন্য গেমারকে মনোযোগ দিয়ে জোয়ানকে নিয়ে খেলতে হবে। সঠিক সময়ের ও সঠিক জায়গায় কম্বোগুলো ব্যবহার করতে হবে। গেমের কিছু স্টেজে জোয়ানকে নিয়ে তার বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে হবে, বিভিন্ন দুর্ভেদ্য দুর্গ কৌশলে দখল করে নিতে হবে। বিভিন্ন সময় দুর্গ দখল করার জন্য ভারি অস্ত্র যেমন- কটাপুল্ট, ট্র্যাবুচেট, ব্যাটারিং র‍্যাম ইত্যাদি দিয়ে দেয়াল ভেঙে দুর্গে প্রবেশ করতে হবে। গেমের গ্রাফিক্স চোখ ধাঁধানো না হলেও গেমটি যে সালে রিলিজ হয়েছে সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গেমের গ্রাফিক্স বেশ ভালোই বলা চলে। গেমের ক্যারেক্টারগুলোর মুভমেন্ট, মার্শাল আর্টের কৌশল ও হাঁটাচলা প্রভৃতি বেশ বাস্তবিকভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া গেমের শব্দশৈলীও বেশ চমৎকার। গেমটি খেলার জন্য ১.৫ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ২৫৬ মেগাবাইট র‍্যাম ও হার্ডডিস্কে প্রায় ১.১ গিগাবাইট ফাঁকা স্থান লাগবে।

লেজিয়ন এরিনা

লেজিয়ন এরিনা গেমটি হচ্ছে রিয়েল টাইম ট্যাকটিস ধাঁচের গেম। গেমার এই গেমে বিভিন্ন জাতি বা গোত্র নিয়ে খেলতে পারবেন। এটিতে রোমান জাতি ছাড়াও কেল্ট ও লাতিন বাহিনী নিয়ে গেমটি খেলা যাবে। গেমের পটভূমি হচ্ছে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য।

গেমটির কাহিনী ও গেমপ্লে- রোম টোটাল ওয়ার গেমের মতো হলেও এটি বেশ উন্নত ধাঁচের গেম। কারণ, এর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেশ ভালো। কারণ এখানে যখন বনের ভেতরে মারামারি হবে তখন পদাতিক বাহিনী বিপরীত পক্ষের ঘোড়সওয়ার বাহিনী থেকেও বেশি শক্তিশালী। এ ছাড়া খোলা ময়দানে আবার ঘোড়সওয়ার বাহিনী পদাতিক বাহিনীকে খুব সহজেই কাবু করে ফেলতে পারে। এ ছাড়া গেমের কোনো বাহিনীর সব সৈন্য একই ধরনের নয়, তাদের গ্রাফিক্সেও ভিন্নতা আনা হয়েছে এবং পোশাকেও কিছু পরিবর্তন রয়েছে। গেমে কোনো বন্দুকের ব্যবহার নেই, নেই কোনো আধুনিক টেকনোলজি, নেই কোনো সিজওয়ার ওয়াগন। এ ছাড়া কামানের ব্যবহারও নেই। তবুও গেমটি খেলতে বেশ মজা পাওয়া যাবে, কেননা এতে রয়েছে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের সুবিধা, নিজের বাহিনীর শক্তিশালী ও দুর্বল দিক যাচাই করে দেখার সুযোগ। এ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং প্রতিপক্ষের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। গেমে বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র দেয়া হয়েছে, সেই সাথে গেমারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কয়েক শত সৈন্য। গেমের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্যদের দেখলে মনে হবে বাস্তবেই আপনি টিভি পর্দায় কোনো প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য দেখছেন।

গেমে গেমার একজন জেনারেলের ভূমিকায় খেলবেন, যার কমান্ড শুনে শত শত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করতে দ্বিধা করবে না। তবে গেমারকে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই বিভিন্ন কমান্ড দিতে হবে। এ ছাড়া যখন সৈন্যরা যুদ্ধের আগে আর্মি ক্যাম্পে অবস্থান করবে তখন তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা, তাদের খাবারের ব্যবস্থা, বিনোদনের ব্যবস্থা, নতুন ও বেশি শক্তিশালী অস্ত্রের যোগান দেয়া। এছাড়া বিভিন্ন ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা, যার ফলে তারা প্রতিপক্ষকে মার দেয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আরো কৌশলী হতে পারে। গেমের শুরুতেই এ গেমটি কিভাবে খেলতে হবে তা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। টিউটোরিয়ালে লাতিন জাতি নিয়ে খেলতে হবে। তবে মূল গেমে লাতিন জাতি নিয়ে খেলতে হবে না। কারণ, গেমের মূল দুই জাতি হচ্ছে কেল্ট ও রোমান। গেমটিতে এই দুই শক্তিশালী জাতির মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুদ্ধ রাখা হয়েছে, যেগুলো গেমারকে খেলতে হবে। গেমের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলোর ফলাফল যাই হয়ে থাকুক না কেন, আপনাকে সেই সব ইতিহাস পাল্টে দিতে হবে। তবে গেমে এই ঐতিহাসিক গেমগুলো যোগ করাতে গেমারের রোমান সাম্রাজ্য এবং তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, যুদ্ধকৌশল, জীবনব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা হয়ে যাবে। গেমটি বেশ বড় এবং এটি খেলতে অনেক সময় লাগবে, কেননা এতে গেমারকে প্রায় ১০০ মতো যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধের পরে যে পয়েন্ট পাওয়া যাবে সেটি দিয়ে নিজের বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে, নতুন অস্ত্র কিনতে হবে।

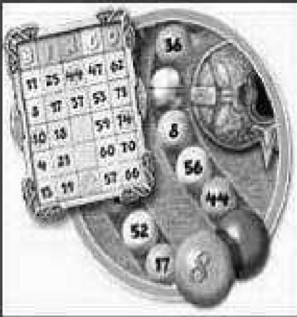

টুইসটিঙ্গো

এটি গেমটি গেম হাউস কোম্পানির ব্যানারে অবমুক্ত হওয়া বেশ মজার একটি গেম। বিশেষ করে এই গেমটি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য খুবই ভালো একটি গেম। গেমটি একটি পাজল টাইপের গেম। গেমের দুটি মোড রয়েছে– অ্যাডভেঞ্চার ও টাইম ট্রায়াল। অ্যাডভেঞ্চার মোডে দেখানো হয়েছে একজন শয়তান জাদুকর তার দ্বীপে নানা ধরনের পশুপাখি আটকে রেখেছে। গেমারকে প্রতি মিশনে দ্বীপের বিভিন্ন অবস্থানে গিয়ে পাজল সমাধান করতে পারলে সেই স্থানে বন্দী থাকা পশু বা পাখিটি মুক্ত হয়ে যাবে। সাধারণত গেমের মূল পাজল হচ্ছে একসারি নম্বরযুক্ত বল। এই বলগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর সামনে এগিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত একটি গর্তের মুখে চলে যাবে। গেমারের মূল কাজ হবে বলগুলো যাতে করে গর্তে না চলে যায় এবং এটি সম্ভব করতে হলে গেমারকে একটি চার্ট বোর্ডে থাকা নম্বর দেখে বলগুলোর নম্বরের সাথে মিলিয়ে দিতে হবে। যদি গেমার বলে থাকা ও চার্টে থাকা নম্বর মিলিয়ে ফেলতে পারে তাহলে বলটি বিস্ফোরিত হবে এবং বলের সারি ছোট হয়ে আসবে। এভাবে বলের সারি থেকে বলগুলোর নম্বর মিলিয়ে সব বল বিস্ফোরিত করতে পারলে একটি স্টেজ শেষ হবে। সেই সাথে সেখানে থাকা প্রাণীটিও মুক্ত হয়ে যাবে। গেমে বলের নম্বর ও চার্টে থাকা নম্বর মেলানো সহজ ব্যাপার নয়। গেমটি খেলার জন্য খুব মনোযোগী হতে হবে। কেননা ভুল নম্বরে ক্লিক করে ফেললে বলের সারি বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবে। যাদের মনে রাখার ক্ষমতা ভালো তারা এই গেমটি বেশ আরাম করে খেলতে পারবেন। কারণ তখন সারির একাধিক নম্বর একসাথে মনে রেখে চার্ট থেকে সেই নম্বরগুলো বাছাই করে নিলেই হবে। যাদের মনে রাখার ক্ষমতা কম তারা হয়তো তেমন মজা পাবেন না, তবে এটি বার বার খেললে মনোযোগ ও স্মরণশক্তি উভয়ই বেশ বৃদ্ধি পাবে।

টাইম ট্রায়াল মোডে গেমার মূল গেমে থাকা ১৮ স্টেজের যেকোনোটি বাছাই করে একটি বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে বলের সারি শেষ করে দিতে হবে। তারপর নিজের স্কোর সংরক্ষণ করে অনলাইনে পাবলিশ করে দিতে পারবে। অন্য কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইলে সেই স্টেজ তাকে আবার খেলে আগের প্লে-য়ারের থেকে আরো বেশিই স্কোর তুলতে হবে। যে যত কম সময়ে বলের সারি কমাতে পারবে ও পুরো স্টেজের সব বল গায়েব করে দিতে পারবে সে তত বেশি পয়েন্ট বা স্কোর তুলতে পারবে। অ্যাডভেঞ্চার মোডে গেমারকে বলগুলো যাতে গর্তে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কিন্তু টাইম ট্রায়াল মোডে গেমারকে যত কম সময়ে সব বলের নম্বর মেলানো যায় সেটির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ছাড়া টাইম ট্রায়াল মোডে কোনো ভুল নম্বরে ক্লিক করে ফেললে বলের সারি এগিয়ে যাবে না, বরং এক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে সময় কমে যাবে।

এটি বেশ ছোট আকারের গেম। মাত্র ৯ মেগাবাইটের এবং এটি ইনস্টল করার পর হার্ডডিস্কে ২৫ মেগাবাইটের মতো জায়গা দখল করবে। এটি চালাতে পেন্টিয়াম ৩ মানের কমপিউটারই যথেষ্ট, সেই সাথে ৬৪ মেগাবাইট র‍্যাম হলেই চলবে। ইচ্ছে করলে ইন্টারনেট থেকে গেমটির ৩০ দিনের ফ্রি ভার্সন ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।